পবিত্র জীবন

আবদুস শহীদ নাসিম

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

ISBN: 978-984-645-095-8

দাম : ১৫.০০ টাকা মাত্র

পবিত্র জীবন আবদুস শহীদ নাসিম, © Author, প্রকাশক: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, পরিবেশক: শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১/১ মগবাজার ওয়্যারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭। ফোন: ৮৩১৭৪১০, মোবা.: ০১৭৫৩৪২২২৯৬। Email: Shotabdipro@yahoo.com, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১২ ঈসায়ী, কম্পোজ: আল মাহমুদ, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, মুদ্রণে: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
০১. পবিত্র জীবনের পরিচয়	
০২. তাইয়্যেবাত, তাহারাত, তাযকিয়া এবং সালাহা	
০৩. সহজ ভাষায় চারটি পরিভাষার মর্ম	
০৪. ইসলামে পবিত্রতার ব্যাপকত্ব	
০৫. পবিত্রতা মানব জীবনে ঈমানি চেতনার নির্ঝর	
০৬. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ মানব সমাজকে পবিত্র করতে প্রেরিত হয়েছেন	
০৭. আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন	
০৮. পবিত্র জীবনের পথ হলো সিরাতুল মুসতাকিম	
০৯. অপবিত্র ভোগ ব্যবহারের কারণে দোয়া কবুল হয়না	
১০. সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল এবং অপবিত্র জিনিস হারাম	
১১. পবিত্র জীবন যাপনকারীদের শুভ পরিণাম	
১২. পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ	
১৩. পবিত্রতা: সাফল্য ও মুক্তির পথ	
১৪. আপনার জীবনকে পবিত্র করুন	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র জীবন

১. পবিত্র জীবনের পরিচয়

কুরআন মজিদে যে জীবনকে বলা হয়েছে 'হায়াতান তাইয়েবাতান' বা হায়াতে তাইয়েবা, সে জীবনকেই আমরা বাংলা ভাষায় বলি 'পবিত্র জীবন'। হায়াতে তাইয়েবা বা পবিত্র জীবন একটি ব্যাপক অর্থবহ পরিভাষা। এ ধরনের জীবন প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ •

অর্থ: যে কোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে মুমিন অবস্থায়, আমরা অবশ্যি তাকে দান করবো পবিত্র জীবন এবং তাদেরকে তাদের আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। (সূরা ১৬ আন্নাহল: আয়াত ৯৭)

আল কুরআনের এ আয়াত থেকে জানা গেলো, হায়াতে তাইয়েবা বা পবিত্র জীবনের অধিকারী হবার জন্যে দুটি পূর্ব শর্ত রয়েছে। তাহলো :

০১. ঈমান। অর্থাৎ ব্যক্তিকে মুমিন বা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে।

০২. আমলে সালেহ্ (righteous works)। অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র ও কর্ম হতে হবে ন্যায়সংগত, সুন্দর, চমৎকার ও নিষ্কলুষ।

ঈমানের মূল কথা হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, উপাসনা, আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করা।

আমলে সালেহ হলো ব্যক্তির জীবনের সার্বিক কার্যক্রম স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, চমৎকার, নির্মল, নিষ্কলুষ, পরিশুদ্ধ, ন্যায্য, সুষম, পরিপাটি, পূণ্যময়, পরিপক্ক, যথাযথ, বাস্তব ও মধ্যপন্থী হওয়া।

সহজ কথায়, ইসলামের দৃষ্টিতে নিষ্কলুষ সৌন্দর্যই হলো পবিত্র। বিষ্কলুষ সুন্দর জীবনের অধিকারী ব্যক্তির জীবনই পবিত্র জীবন। আর এই নিষ্কলুষ পবিত্র জীবনের ভিত্তি বা মানদণ্ড হবে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর একত্বের প্রতি অটল ও অনাবিল বিশ্বাস। কারণ, মানদণ্ড (critcrion) ছাড়া কোনো কিছুরই যথার্থ মান নির্ণয় করা যেতে পারেনা।

২. তাইয়্যেবাত, তাহারাত, তাযকিয়া এবং সালাহা

মানব জীবনকে বিশেষ করে মুমিনের জীবনকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে কুরআন মজিদে তাইয়্যেবাত (طَيِّبَات), তাহারাত (طهارة), তাযকিয়া (تَزكية) এবং সালাহা (صَالِح، صَلَحَ) শব্দগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

طَيِّبَاتْ (তাইয়্যেবাত) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো طَيِّبْ (তাইয়্যেব) এবং طَيِّبَة (তাইয়্যেবা)। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে: good, pleasant, delightful, good spirits, to heal, sanitate, improve, noble, descent, well, in high spirits.

তাহারাত (طهارة) শব্দটি উৎসারিত হয়েছে طَهَرَ (তা হা রা) থেকে। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে: clean, pure, chasten, detergent, perform an ablution. طَهَارَةٌ (তাহারাত) মানে: holiness, virtue, sanctity, saintliness, purification. তাহারাতের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয় তাহের (طَاهِر) বা তাহেরা (طَاهِرة)। এর অর্থ: clean, pure, chaste, modest, virtuous, upright, righteous, honest, innocent.

পবিত্রতা বুঝানের জন্যে কুরআন মজিদে ব্যবহৃত হয়েছে تَزْكِيَةٌ (তাযকিয়া) শব্দটিও। এটি উদগত হয়েছে زكو এবং زكى শব্দমূল থেকে। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে: to thrive, to grow, increase, to rectify, purify, to be pure in heart, be just, corrcet, righteous, good, to be fit, to be honest.

কুরআনে মজিদে পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা এবং অনাবিলতা বুঝানোর জন্যে ،صَلَحَ صَالِحْ (সালাহা, সালেহ্) বহু বচনে صَالِحَات (সালেহাত) শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমলে সালেহ্ (عَمَلُ الصَّالِحْ) এবং আমেলুস্ সালেহাত (عَمِلُوا الصَّالحات) -এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়েছে কুরআন মজিদে। এর শব্দমূল হলো صَلَحَ (সা লা হা)। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে: to be good, right, proper, in order, thrive, pious, practicable, improve, modify, put in order, rebuild, correction, elimination, reformation, renovation, settlement, compromise.

৩. সহজ ভাষায় চারটি পরিভাষার মর্ম

পবিত্রতা এবং পবিত্র জীবন অর্জনের জন্যে আমরা এযাবত কুরআন মজিদ থেকে চারটি পরিভাষার উল্লেখ করেছি। সেগুলো হলো:

طَيِّب (তাইয়্যেব), طَهَارَة (তাহারাত), تَزْكِيَةٌ (তাযকিয়া) এবং صَالِحْ (সালেহ)। এই পরিভাষাগুলোর যে অর্থ আমরা অভিধান থেকে উল্লেখ করেছি এবং কুরআন মজিদের ব্যবহার থেকে এগুলোর যে ভাবার্থ প্রকাশ পায়, সে অনুযায়ী বাংলা ভাষায় এগুলোর অধিকারী ব্যক্তিদের সহজ পরিচয় এরকম:

ভালো, উত্তম, সুন্দর, পূত, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, ভদ্র, চমৎকার, রুচিশীল, সুস্থ, উন্নত, সরস, সংস্কারপ্রাপ্ত, সজীব, সতেজ, স্বচ্ছ, পরিপক্ক, শালীন, শুদ্ধ, পরিপাটি, সুবিন্যস্ত, উচিত, সত্য, বাস্তব, যথার্থ, সিদ্ধ, সভ্য, সুশৃংখল, উদার, সমৃদ্ধ, অনাবিল, পুণ্যবান, সুভাষী, প্রাণবন্ত, মার্জিত, পরিশীলিত, পরিষ্কার, সৎ, সত্যাগ্রহী, সদালাপী, সত্যাশ্রয়ী, সত্যভাষী, বন্ধসুলভ, খাঁটি, নিখুঁত, নির্ভেজাল, অকৃত্রিম, নির্মল, শুদ্ধচিত্ত, সাধু, সৌজন্যপ্রিয়, সুশীল, সদাচারী, অমায়িক, নম্র, বিনয়ী, বিনীত, মধ্যপন্থী, সমঝোতাকামী, অনাড়ম্বর, সরলপ্রাণ, যত্নবান, প্রসন্ন, সুষম, সুশোভিত।

৪. ইসলামে পবিত্রতার ব্যাপকত্ব

ইসলামি জীবন যাপনের পথকে বলা হয় সিরাতুল মুস্‌তাকিম। এর অর্থ সরল, সঠিক, সুষম জীবন যাপনের পথ। এপথ মানুষের স্রষ্টা ও জীবনদাতা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ। এপথ মানুষের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনকে একমুখী করে দেয়।

ইসলাম ব্যক্তির জীবনের ভেতরের ও বাইরের, ডানের ও বামের, সামনের ও পেছনের, উপরের ও নীচের সমগ্র দিক ও বিভাগ একমুখী, এক গন্তব্যের অভিমুখী এবং এক লক্ষ্য হাসিলের অভিলাষী করে দেয়। ফলে ঈমানি চেতনার এক স্বচ্ছ অনাবিল স্রোতস্বিনীর ফলগুধারা প্রবাহিত হতে থাকে ব্যক্তির সমস্ত জীবন প্রবাহের পরতে পরতে।

এই অনাবিল স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর ফলগুধারায় সিক্ত হয়ে যায় বিশ্বাসী ব্যক্তির সমগ্র জীবনধারা। এ ধরনের জীবন ধারার অধিকারী লোকদেরই কুরআন মজিদে বলা হয়েছে 'আত্ তাইয়্যেবাতু ওয়াত্ তাইয়্যেবুন' পবিত্র জীবনের অধিকারী নারী ও পবিত্র জীবনের অধিকারী পুরুষ (২৪: ২৬)।

৫. পবিত্রতা মানব জীবনে ঈমানি চেতনার নির্ঝর

ঈমানি চেতনার পবিত্রতা হলো পর্বত শৃঙ্গ থেকে উৎসারিত ঝরণা ধারার মতো। নির্ঝরের ঝরণার প্রস্রবন যেমন বয়ে চলে নিরবধি জমিনের স্তরে স্তরে এবং উপরিভাগে কখনো সরবে কখনো নীরবে, ঠিক তেমনি ঈমানি চেতনার পবিত্রতা মুমিনের জীবন ধারায় বয়ে চলে নীরবে সরবে অহর্নিশি সমগ্র জীবনকাল। ঈমানি চেতনার অনাবিল পবিত্র স্রোতধারা বয়ে চলে মুমিনের :

০১. জীবন লক্ষ্যে, জীবনের মূল চেতনায়;
০২. ধ্যান ধারণায়, চিন্তা চেতনায়, দৃষ্টি ভংগিতে;
০৩. আশা আকাংখায়, কামনা বাসনায়;
০৪. সুখ দু:খে এবং আনন্দ বেদনায়;
০৫. ঘৃণায় ভালোবাসায়;
০৬. আবেগ উদ্দীপনায়;
০৭. নিরাবেগ নীরবতায়;
০৮. শুভ্রতা শূচিতায় ও সৌন্দর্য স্বচ্ছতায়;

০৯. প্রাচুর্যে এবং স্বল্পতায়;
১০. বিত্ত বৈভব এবং দারিদ্র দন্যতায়;
১১. চেষ্টায় সাধনায়;
১২. কর্মের ময়দানে;
১৩. লেন দেনে;
১৪. আচার ব্যবহারে, আদব কায়দায়;
১৫. চালচলনে;
১৬. বেশ ভূষায়;
১৭. কথায় বার্তায়, কণ্ঠস্বরে;
১৮. ইবাদত উপাসনায়;
১৯. ব্যক্তি জীবনে;
২০. সামাজিক জীবনে;
২১. দাম্পত্য জীবনে;
২২. পারিবারিক জীবনে;
২৩. ব্যবসায়, বানিজ্যে, বিনিয়োগে;
২৪. রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায়;
২৫. দেন দরবার, আইন আদালত ও বিচার আচারে;
২৬. আয় উপার্জনে;
২৭. ব্যয় ব্যবহারে;
২৮. বিয়ে শাদি ও সন্তান পালনে;
২৯. বড়দের ও ছোটদের প্রতি কর্তব্য পালনে;
৩০. শাসন পরিচালনায়;
৩১. ব্যবস্থাপনায় ও কার্যনির্বাহে;
৩২. শ্রমদান ও চাকুরি জীবনে;
৩৩. পড়ালেখায়, জ্ঞানার্জনে;
৩৪. পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষায়;
৩৫. মানব কল্যাণে, সমাজ কল্যাণে;
৩৬. গড়ার কাজে, নির্মাণ কাজে;
৩৭. নিদ্রায় এবং জাগরণে।

মূলকথা ঈমানি চেতনার পবিত্রতা পরিব্যাপ্ত থাকে মুমিন জীবনের সামগ্রিকতায়, বিশ্বাস ও চেতনায় এবং তার সমগ্র কর্ম প্রেরণায়।

৬. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. মানব সমাজকে পবিত্র করতে প্রেরিত হয়েছেন

মুহাম্মদ সা. -এর রসূল হিসেবে প্রেরিত হবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো মানব সমাজকে পবিত্র করা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ •

অর্থ: আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি পাঠিয়েছেন একজন রসূল। সে তাদের প্রতি তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করে, তাদের শিক্ষা দান করে আল কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ, যদিও ইতোপূর্বে তারা নিমজ্জিত ছিলো সুস্পষ্ট গোমরাহিতে। (আল কুরআন ৩: ১৬৪, ২: ১৫১, ৬২: ২)

আয়াতটি কুরআন মজিদে তিন জায়গায় উল্লেখ হয়েছে। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তাযকিয়া করা। অর্থাৎ মানুষকে পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, পবিত্র, ও উন্নত করা।

মুহাম্মদ সা. কোন্ ধরনের ধর্ম প্রচার করেন, হাবশার বাদশা নাজজাশির এমন প্রশ্নের জবাবে হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীদের দলনেতা জাফর বিন আবু তালিব রা. তাকে বলেছিলেন:

أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفُحُشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ •

অর্থ: হে বাদশা! আমরা ছিলাম একটি জাহেল কওম। আমরা মূর্তি পূজা করতাম। মৃত পশু খেতাম। অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতাম। রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সাথে মন্দ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিমানরা দুর্বলদের চোষণ করতো। এ অবস্থায়ই আমরা চলছিলাম। এমনি অবস্থায় মহান আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাছে একজন রসূল পাঠান। আমরা সবাই তার বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ও পবিত্র জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁকে এক বলে মেনে নিতে

বলেছেন, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত উপাসনা করতে বলেছেন এবং তাঁকে ছাড়া আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব পাথরও ভাষ্কর্যের পূঁজা করতাম সেগুলো পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করে দিতে, রক্ত সম্পর্ক অটুট রাখতে, প্রতিবেশীদের সাথে সদাচার করতে, হারাম থেকে এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন: ফাহেশা কাজ করতে, মিথ্যা কথা বলতে, এতিমের অর্থ আত্মস্যাৎ করতে এবং পবিত্র চরিত্র নারীদের উপর অপবাদ রটাতে। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক না করতে। তিনি আমাদের আরো নির্দেশ দিয়েছেন সালাত আদায় করতে, যাকাত প্রদান করতে এবং সিয়াম পালন করতে।" (মুসনাদে আহমদ: উম্মে সালামা রা. থেকে)

রসূল সা. যে প্রধানত মানুষকে পবিত্র করার কাজ করেছেন, এ হাদিস তারই প্রমাণ।

নবুয়্যত লাভের শুরুর দিকেই মহান তাঁর রসূলকে নির্দেশ দেন:

• وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ • وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

অর্থ: তোমার পোশাক পবিত্র রাখো এবং আবিলতা পরিহার করো। (সূরা ৭৪ আল মুদ্দাস্‌সির: আয়াত ৪-৫)

৭. আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন

আল্লাহ মুমিনদের পবিত্র রাখতে চান এবং পবিত্রদেরই তিনি ভালোবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন: • وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ

অর্থ: তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তোমাদের পবিত্র করার উদ্দেশ্যে। (সূরা ৮ আনফাল: আয়াত ১১)

• وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا : "আর তোমরা যদি অপবিত্র হয়ে পড়ো, তবে পবিত্র হয়ে নাও।" (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৬)

• وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ : "বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে।" (সূরা ৫:৬)

• فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

অর্থ: সেখানে রয়েছে এমন লোকেরা যারা পবিত্রতা অর্জনকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের। (সূরা ৯ তাওবা: ১০৮)

• اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ: আল্লাহ ভালোবাসেন আবিলতা থেকে ফিরে আসা লোকদের এবং তিনি ভালোবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের। (সূরা ২ বাকারা: আয়াত ২২২)

৮. পবিত্র জীবনের পথ হলো সিরাতুল মুস্তাকিম

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ইসলামে পবিত্র জীবনের পথ হলো সিরাতুল মুস্তাকিম। একটি হাদিসে সিরাতুল মুস্তাকিমের এক চমৎকার উপমা দিয়েছেন রসূলুল্লাহ সা.। হাদিসটি হলো :

عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَعَلٰى جَنْبَتَى الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيْهِمَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الاَبْوَابِ سُتُوْرٌ مُرَخَّاةٌ وَعَلٰى رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُوْلُ اَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوْا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا وَدَاعٍ يَدْعُوْا مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ فَاِذَا اَرَادَ الاِنْسَانُ اَنْ يَفْتَحَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لاَتُفَتِّحْه فَاِنَّكَ اِنْ تُفَتِّحْه تَلَجَّهُ فَالصِّرَاطُ: الْاِسْلاَمُ وَالسُّوْرَانِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْاَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ وَذَالِكَ الدَّاعِى عَلٰى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ وَالدَّاعِىْ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ •

অর্থ: নাওয়াস ইবনে সামআন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন: আল্লাহ সিরাতুল মুস্তাকিমের একটি উপমা দিয়েছেন। (সেটি হলো:) একটি সোজা সরল সুদৃঢ় পথ। সেই পথের দুই পাশে রয়েছে দেয়াল। দেয়ালগুলোতে রয়েছে অনেক উন্মুক্ত দরজা। দরজাগুলোতে রয়েছে ঝালরের পর্দা। আর রাস্তার মাথায় আছেন একজন আহবায়ক। তিনি আহবান করে বলছেন: 'হে মানুষ! তোমরা সবাই মিলে সোজা রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে আসো, রাস্তা থেকে বিচিছন্ন হয়োনা।' আরেক আহবায়ক আহবান করছে রাস্তার উপর দিক থেকে। যখনই কোনো ব্যক্তি রাস্তার পার্শ্ববর্তী দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাতে বা ঢুকতে চায়, তখনই এই আহবায়ক তাকে সতর্ক করে বলে উঠে : সাবধান! পর্দা সরাবেনা, পর্দা উন্মুক্ত করলে ধ্বংসে নিমজ্জিত হবে।' (অতপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন:) সরল পথটি হলো: 'ইসলাম।' দুই পাশের দেয়ালগুলো হলো : 'আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা।' উন্মুক্ত দরজাগুলো হলো 'আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পথ ও বিষয় সমূহ।' রাস্তার মাথার আহবায়ক হলো: 'আল্লাহ্র কিতাব (আল কুরআন)।' রাস্তার উপরের আহবায়ক হলো: প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে অবস্থিত উপদেশ দাতা বা বিবেক। (আহমদ, তিরমিযি)

এই সিরাতুল মুস্তাকিমই পবিত্র জীবনের সরল সঠিক পথ। কিন্তু এর দু'ধারেই রয়েছে নোংরা, অপবিত্র ও নিষিদ্ধ জীবনের জমকালো অলি গলি।

৯. অপবিত্র ভোগ ব্যবহারের কারণে দোয়া কবুল হয়না

আল্লাহ পাক নবী রসূলগণকে পবিত্র ভোগ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। মুমিনদেরকেও একই নির্দেশ দিয়েছেন। অপবিত্র ভোগ ব্যবহারকারীদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعْثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ، وَمَطْعَمُه حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ" (رواه مسلم والترمذى والإمام أحمد واللفظ له) •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: হে মানব সমাজ! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রসূলদেরকে। তিনি বলেছেন: "হে রসূলরা! তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু পানাহার করো এবং উত্তম আমল করো। তোমরা যা আমল করো সে বিষয়ে আমি জ্ঞাত (২৩: ৫১)" তিনি আরো বলেছেন: "হে মুমিনরা! আমরা তোমাদের যেসব উত্তম পবিত্র জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে পানাহার করো (২: ১৭২)।" অতপর তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধূলো মলিন এলো থেলো হয়ে আসে। তারপর দুই হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বলে: হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং তার দেহ গঠিত হয়েছে হারাম ভক্ষণ করে। কী করে কবুল করা হবে এমন ব্যক্তির প্রার্থনা? (মুসলিম, তরিমিযি, আহমদ। ভাষা নেয়া হয়েছে আহমদ থেকে)

আল্লাহ পাক বলেন: اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ •

অর্থ : আল্লাহর দিকে তো উত্থিত হয় কলেমা তাইয়েবা (ভালো ও পবিত্র কথা) এবং আমলে সালেহ (পবিত্র পরিশুদ্ধ কর্ম)। (সূরা ৩৫ ফাতির: ১০)

১০. সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল এবং অপবিত্র জিনিস হারাম

ইসলামে হালাল হারামের এই মূলনীতি দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল। অপরদিকে সমস্ত নোংরা অপবিত্র জিনিস হারাম। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ •

অর্থ: হে নবী! বলে দাও: তোমাদের জন্যে সমস্ত ভালো ও পবিত্র জিনিসই হালাল করে দেয়া হলো। (সূরা ৫ আল মায়িদা : আয়াত ৪)

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ অর্থ: আজ হালাল করে দেয়া হলো তোমাদের জন্যে সমস্ত ভালো ও পবিত্র জিনিস। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৫)

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ •

অর্থ: এই রসূল তাদেরকে ভালো কাজের আদশে দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে, তাদের জন্যে সব ভালো ও পবিত্র জিনিস হালাল করে এবং সব নোংরা অপবিত্র জিনিস হারাম করে। (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ১৫৭)

এর কারণ হিসেবে মহান আল্লাহ বলেন: قُلْ لاَّيَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

অর্থ: হে নবী! তাদের বলো: নোংরা অপবিত্র জিনিস আর ভালো পবিত্র জিনিস সমান-সমতুল্য নয়। (সূরা ৫ মায়িদা: আয়াত ১০০)

১১. পবিত্র জীবন যাপনকারীদের শুভ পরিণাম

যারা পৃথিবীর জীবনে পবিত্র জীবন যাপন করেন তাদের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে অতীব মহান পুরস্কার। তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে মনোরম জান্নাতে এবং সেখানে তাদের সুসজ্জিত করা হবে। এর কারণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন: وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْٓا إِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ

অর্থ: কারণ, তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে সুন্দর ও পবিত্র কথা বলার পথ দেখানো হয়েছিল এবং পরিচালিত করা হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথে। (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ২৪)

পবিত্র জীবন যাপনকারীদের মৃত্যু হবে সহজ সুন্দর ও আসান। মহান আল্লাহ বলেন: الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ •

অর্থ: ফেরেশ্তারা যাদের ওফাত ঘটাতে আসে পবিত্র জীবন যাপন করা অবস্থায়, তারা এসেই তাদের বলে: সালামুন আলাইকুম- আপনাদের প্রতি বর্ষিত হোক সালাম। আপনারা দাখিল হোন জান্নাতে আপনাদের উত্তম পবিত্র আমলের বিনিময়ে। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৩২)

জান্নাতে পবিত্র জীবনের অধিকারী মুমিনদের যে আবাস দেয়া হবে তাও হবে পবিত্র। মহান আল্লাহ বলেন: • وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ

অর্থ: আর তাদের জন্যে থাকবে উত্তম পবিত্র আবাস সমূহ চিরস্থায়ী জান্নাতে। (সূরা ৬১ আস্ সফ: আয়াত ১২)

তাছাড়া তাদের দুনিয়ার জীবনকেও করে দেয়া হবে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও চমৎকার। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ •

অর্থ: যে কোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে মুমিন অবস্থায়, আমরা অবশ্যি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯৭)

১২. পবিত্র জীবন যাপনের নির্দেশ

তাই তো মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত নবী রসূলকে পবিত্র পানাহার ও পবিত্র ভোগ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন :

• يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থ: হে রসূলরা! তোমরা উত্তম-পবিত্র জিনিস খাও এবং আমলে সালেহ্ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত। (সূরা ২৩ মুমিনুন: আ. ৫১)

আল্লাহ পাক মুমিনদেরকেও পবিত্র পানাহার ও পবিত্র ভোগ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ •

অর্থ: হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! আমি তোমাদের যেসব ভালো-পবিত্র রিযিক দিয়েছি তোমরা (শুধুমাত্র) সেগুলো থেকেই খাও এবং আল্লাহ্র শোকর আদায় করো, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (সূরা ২ বাকারা: ১৭২। এছাড়াও দেখুন ১৬: ১১৪, ১৭২। ২০: ৮১। ৫: ৮৮)

দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ভালো ও পবিত্রটা দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন:

• يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে (আল্লাহর পথে) ভালো ও পবিত্রটা ব্যয় করো এবং তা থেকেও যা আমরা তোমাদেরকে ভূমি থেকে উৎপন্ন করে দেই। (সূরা ২ বাকারা: আয়াত ২৬৭)

১৩. পবিত্রতা: সাফল্য ও মুক্তির পথ

পবিত্রতা উন্নতি, সাফল্য ও মুক্তির পথ। মহান আল্লাহ বলেন :

• وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِه : "যে পবিত্রতা অবলম্বন করে, সে পবিত্রতা অবলম্বন করে নিজেরই কল্যাণ করে।" (সূরা ৩৫ ফাতির : আয়াত ১৮)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى : "সফল হয়েছে সে, যে নিজেকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও উন্নত করেছে।" (সূরা ৮৭ আল আ'লা : আয়াত ১৪)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থ: সফল হলো সে, যে নিজেকে পবিত্র ও উন্নত করলো, আর ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে, যে নিজেকে ধ্বসিয়ে দিলো। (সূরা ৯১ আশ শামস: আয়াত ৯-১০)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَه يَتَزَكّٰى.

অর্থ: আর তা (জাহান্নাম) থেকে মুক্তি দেয়া হবে সেই অতীব সতর্ক ব্যক্তিকে, যে তার অর্থ সম্পদ দান করে নিজের পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। (সূরা ৯২ আল লাইল: আয়াত ১৭-১৮)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ • الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ • وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِمُعْرِضُوْنَ • وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ • وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

অর্থ: সফল হলো মুমিনরা যারা বিনীত হয়ে সালাত আদায় করে, যারা বিরত থাকে অর্থহীন কথাবার্তা থেকে, যারা পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জনে সক্রিয় থাকে এবং নিজেদের যৌন জীবনকে করে হিফাযত। (সূরা ২৩ আল মু'মিনুন: আয়াত ১-৫)

১৪. আপনার জীবনকে পবিত্র করুন

এতোক্ষণ আমরা কুরআন ও হাদিস অবলম্বনে পবিত্র জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, একজন মুমিনের সামগ্রিক জীবনকেই অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে পবিত্রতার আওতায় নিয়ে আসা জরুরি। আল্লাহ পাক মানুষকে অনাবিল পবিত্র জীবন যাপনকারী দেখতে চান।

পবিত্র জীবন অর্জনের জন্যে এখন আমরা কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নির্দেশনা এখানে তুলে ধরছি। যে কেউ এগুলো অনুসরণ করে পবিত্র জীবন যাপনের পথে এগিয়ে যেতে পারেন :

চিন্তা চেতনাকে পবিত্র করুন। এজন্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করুনঃ

০১. আপনার দয়াময় স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সাফল্য লাভকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে নিন।

০২. এ লক্ষ্য থেকে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবেন না।

০৩. আপনার সমস্ত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টি ভংগিকে এ পরম লক্ষ্যের অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে নিন। এলক্ষ্য হাসিলের জন্যে প্রাণান্তকর সাধনা চালিয়ে যান।

০৪. নিজের মধ্যে তাওহীদি চিন্তা চেতনাকে প্রবল ও শক্তিশালী করুন। নিজের মন-মগজকে সব ধরনের শিরক ও শিরকি ধ্যান-ধারণা থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিন।

০৫. মুনাফিকি চিন্তা চেতনা থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।

০৬. নিজের মন মগজকে সব ধরনের হিংসা, বিদ্বেষ, কুটিলতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও অদম্য রাগ থেকে মুক্ত রাখুন।

০৭. কুরআন ও হাদিসের বিশুদ্ধ উৎস থেকে ইসলামের জ্ঞানার্জন করুন।

যৌন জীবনকে পবিত্র রাখুন। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করুন :

০১. বিয়ে করুন।

০২. পবিত্র নারী/পবিত্র পুরুষকে বিয়ে করুন।

০৩. জিনা ব্যভিচারকে চরমভাবে ঘৃণা করুন। নিজেকে পবিত্র রাখুন।

০৪. জিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী করে এ ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকুন।

০৫. সব ধরনের ফাহেশা ও অশ্লীল কথা-কাজ থেকে দূরে অবস্থান করুন।

০৬. ইসলামের বিধি সম্মত হিজাব পালন করুন। আপনার দৃষ্টি সংযত রাখুন।

০৭. যে কোনো পর পুরুষ ও পর নারীর সাথে নির্জনে একান্তে মেলামেশা সম্পূর্ণ বর্জন করুন।

উপার্জনকে পবিত্র করুন : এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো করুন :

০১. হারাম পেশা বর্জন করুন। হারাম কাজ করবেন না এবং হারাম উপায়ে উপার্জন করবেন না।

০২. সুদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি বর্জন করুন।

০৩. যুলুম করে, প্রভাব খাটিয়ে, ভয় দেখিয়ে, ফাঁদে ফেলে ও আত্মস্যাতের মাধ্যমে উপার্জন করবেন না।

০৪. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই অপহরণ হত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন করবেন না।

০৫. প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করবেন না।

০৬. কারো অধিকার বা উত্তরাধিকার নিজের দখলে রাখবেন না।

০৭. যাকাত না দিয়ে নিজের যাকাত নিজে ভক্ষণ করবেন না।

অর্থ ব্যয়কে পবিত্র রাখুন :

০১. হারাম ও অশ্লীল কাজে অর্থ ব্যয় করবেন না।
০২. স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা ও পোষ্যদের জন্যে সামর্থ অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করুন।
০৩. জন কল্যাণে ও সামাজিক উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করুন।
০৪. আল্লাহর কাজে অর্থ ব্যয় করুন। যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, হজ্জ করা, দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করা ইত্যাদি।
০৫. দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করুন।
০৬. অপব্যয় এবং অপচয় করবেন না। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে অর্থ ব্যয় করবেন না।
০৭. কৃপণতা করবেন না এবং সব ব্যয় করে নি:স্ব হয়ে যাবেন না।

পবিত্র পানাহার করুন :

০১. মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, ও শুয়োরের গোস্ত খাবেন না।
০২. মদ ও মাদক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করুন।
০৩. জীবন নাশক ও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকারক কিছু পানাহার করবেন না।
০৪. হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হালাল পানাহার করুন।
০৫. আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার আরম্ভ করুন। বলুন- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। (দয়াবান করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।)
০৬. পানাহার শেষ করে আপনার পরম দয়াবান প্রতিপালক মহান আল্লাহর শোকর আদায় করুন। বলুন- আলহামদুলিল্লাহ।
০৭. পানাহারের ক্ষেত্রে সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ডান হাতে খান।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কর্তব্য পালন করুন :

০১. পিতা মাতার প্রতি সর্বোত্তম কর্তব্য পালন করুন। কখনো তাঁদের কষ্ট দেবেন না। তাঁদের প্রতি বিরক্ত হয়ে 'উহ্' পর্যন্ত বলবেন না।
০২. স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন করুন। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করুন।
০৩. সন্তানদের প্রতি সর্বোত্তম কর্তব্য পালন করুন। তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলুন। তাদেরকে সর্বোত্তম আদব কায়দা ও উত্তম আচরণ শিক্ষা দিন।
০৪. আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন করুন।
০৫. প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন করুন।
০৬. অধীনস্থদের প্রতি কর্তব্য পালন করুন।
০৭. ধনী, দরিদ্র, সহকর্মী, বন্ধু বান্ধব, স্বধর্মী বিধর্মী, স্বজাতি বিজাতি সকল মানুষের প্রতি মানবিক কর্তব্য পালন করুন।

সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে পরিহান করুন :

০১. মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি করবেন না।

০২. গোপন ও প্রকাশ্য সব ধরনের পাপ পরিহার করুন।
০৩. প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না। আমানতের খিয়ানত করবেন না। মিথ্যা কথা বলবেন না। কথা ও কাজে দ্বিমুখী হবেন না।
০৪. হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করুন।
০৫. কাউকেও অপমানিত করবেন না, উপহাস করবেন না। কাউকেও মন্দ নামে ডাকবেন না, ঝগড়া ঝাটি ও গালাগাল করবেন না।
০৬. কারো গীবত করবেন না। কাউকে অপবাদ দেবেন না। কারো দুর্ণাম রটাবেন না।
০৭. কারো অধিকার হরণ করবেন না। অন্যায়ভাবে কাউকেও আঘাত করবেন না।

পবিত্রতার পরিচর্যা করুন : ব্যক্তি জীবনে এগুলো করুন :

০১. শরীর পরিচ্ছন্ন রাখুন। অযু করুন, গোসল করুন, হাত পরিষ্কার করুন, নখ কাটুন, চুল সিঁতি করুন। পুরুষরা সুগন্ধি ব্যবহার করুন।
০২. পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখুন। সুন্দর মানানসই পোশাক পরুন।
০৩. ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। গুছিয়ে রাখুন। সুবিন্যস্ত রাখুন।
০৪. সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করুন।
০৫. বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করুন।
০৬. একান্তে আল্লাহর সাথে মিলিত হোন, তাঁর কাছে চান, দোয়া করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তাওবা করুন, অনুতপ্ত হোন।
০৭. সুন্দর কথা বলুন, হৃদয়কে উদার উন্মুক্ত রাখুন।

পবিত্রতার পরিচর্যা করুনঃ সামষ্টিক জীবনে এগুলো করুন :

০১. সালাম বিনিময় করুন।
০২. খোঁজ খবর নিন। হাসি মুখে কথা বলুন।
০৩. সহযোগিতা করুন, উপকার করুন।
০৪. শিক্ষা দিন, সুপথ দেখান, গাইড করুন, পরিচর্যা করুন।
০৫. ভাই বন্ধুদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখুন। সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখুন।
০৬. ক্ষমা করুন। উপেক্ষা করুন। সহানুভুতিশীল হোন।
০৭. সত্য ও ন্যায় কথা বলুন।

আপনার জীবনে এই বিষয়গুলোর অনুশীলন করুন। ইনশাল্লাহ, আল্লাহর সাহায্য ও অনুকম্পা নেমে আসবে আপনার প্রতি। আপনি উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন পবিত্র জীবনের পরিতুষ্ট ধারায়। মহান আল্লাহর সাহায্য আমাদের কাম্য। *

সমাপ্ত

* পুস্তিকাটি নভেম্বর ২৩, ২০১২ রাজধানীর বিয়াম (BIAM) অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত ৫৯তম TOT CLASS -এ প্রদত্ত লেখকের ভাষণ।